ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রকল্পের অর্থায়নে কর্মকর্তাদের উচ্চ শিক্ষা (দেশে) ও প্রশিক্ষণ (বিদেশে)

নীতিমালা

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট (এনএটিপি) ঃ ফেজ-১
প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেশন ইউনিট (পিসিইউ), কৃষি মন্ত্রণালয়
বিএআরসি কমপ্লেক্স, এআইসি ভবন (৪র্থ তলা), ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রকল্পের অর্থায়নে কর্মকর্তাদের উচ্চ শিক্ষা (দেশে) ও প্রশিক্ষণ (বিদেশে) নীতিমালা

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট (এনএটিপি) ঃ ফেজ-১
প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেশন ইউনিট (পিসিইউ), কৃষি মন্ত্রণালয়
বিএআরসি কমপ্লেক্স, এআইসি ভবন (৪র্থ তলা), ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

মার্চ ২০১০

প্রকাশনা নং ঃ ০০৩

প্রকাশনায়ঃ
প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেশন ইউনিট (পিসিইউ)
ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট (এনএটিপি) ঃ ফেজ -১
বিএআরসি কমপ্লেক্স, এআইসি ভবন (৪র্থ তলা), ফার্মগেট, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : (৮৮০-২) ৮১৫৮০৫৫/৮১২৬০১৮/৯১৪৬২৪০
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৯১৪৫১৯৪, E-mail : pdnatp@yahoo.com

প্রকাশকালঃ মার্চ ২০১০

মুদ্রণ সংখ্যা ঃ ৩০০ কপি

অর্থায়নে ঃ
প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেশন ইউনিট (পিসিইউ)
ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট (এনএটিপি) ঃ ফেজ -১
(প্রজেক্ট আইডি-০৮৪০৭৮; আইডিএ ক্রেডিট-৪৩৮৬, ইফাদ ক্রেডিট-৭৩৯)

উৎস ঃ
কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- কৃম/পরি-২/এনএটিপি(প্রশাঃ)/অংশ-৩/২০০৮/৩৩৯
তারিখ ঃ ০২/১২/২০০৯ইং

মুদ্রণেঃ
কলেজ গেট বাইন্ডিং এন্ড প্রিন্টিং
১/৭, কলেজ গেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
মোবাইল ঃ ৯১২২৯৭৯, ০১৭১১৩১১৩৬৬

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রকল্পের অর্থায়নে কর্মকর্তাদের উচ্চ শিক্ষা (দেশে) ও প্রশিক্ষণ (বিদেশে) নীতিমালা

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রজেক্ট, ফেজ-১ এর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর/পশুসম্পদ অধিদপ্তর/মৎস্য অধিদপ্তর অংশের জন্য দেশের অভ্যন্তরে এমএস ও পিএইডি পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষা এবং বিদেশে স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ, শিক্ষা সফর ও ওর্য়াকসপ-সেমিনারে অংশ গ্রহনের ক্ষেত্রে নিম্ন বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ করিতে হইবে। কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন ও হর্টেক্স ফাউন্ডেশন এই নীতিমালা অনুসরন করিতে পারিবে। তবে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন ও হর্টেক্স ফাউন্ডেশন এর প্রার্থী নির্বাচন কমিটি স্ব-স্ব বোর্ডের মাধ্যমে গঠন করিতে হইবে।

১। সাধারণ নীতিমালা

১.১ কৃষি সম্প্রাসারণ অধিদপ্তর/পশুসম্পদ অধিদপ্তর/মৎস্য অধিদপ্তর এর কর্মকর্তাসহ প্রকল্প বাস্তবায়ন এর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে উচ্চ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা সফর, ওর্য়াকিশপ ও সেমিনারে অংশ গ্রহণের জন্য মনোয়ন করিতে হইবে।

১.২ উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রকল্প দলিলে বর্ণিত অগ্রাধিকারভূক্ত বিষয়ে ও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় এনে প্রার্থী নির্বাচন করিতে হইবে।

১.৩ এমএস ও পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য বয়সসীমা যথাক্রমে সর্বোচ্চ ৪০ বৎসর ও ৪৫ বৎসর হইবে।

১.৪ সরকারী চাকুরীতে চাকুরী স্থায়ী হইতে হইবে এবং এমএস কোর্সের জন্য ৩ বৎসর ও পিএইচডি কোর্সের জন্য ৫ বৎসর চাকুরীর অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

১.৫ প্রকল্পের আওতায় বৃত্তি গ্রহণকারীকে এমএস ও পিএইচডি ডিগ্রী সম্পন্ন করিবার পর কাজে যোগদানের তারিখ হইতে কমপক্ষে যথাক্রমে ০৩ (তিন) বৎসর ও ০৫ (পাঁচ) বৎসর বাধ্যতামূলকভাবে স্ব প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করিতে হইবে। এই সময়ের পূর্বে চাকুরী ছাড়িলে বৃত্তির সমুদয় অর্থ সরকারী প্রতিষ্ঠানে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

১.৬ নির্বাচনী কমিটি সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ কোর্সে মনোনয়ন পাওয়ার যোগ্য কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিক দায়িত্ব, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স ও চাকুরীর জ্যেষ্ঠতার মূল্যায়ন পূর্বক প্রার্থী নির্বাচন করিবে।

১.৭ প্রার্থী নির্বাচনে Gender equality বজায় রাখার বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হইবে।

১.৮ মনোনীত প্রার্থীকে সরকারী প্রচলিত বিধি মোতাবেক অঙ্গীকার নামা ও চুক্তিনামা সম্পাদন করিতে হইবে।

১.৯ প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিযোগীতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ সকল স্তরের কর্মকর্তাগণকে এ বিষয়ে অবহিত করিবে।

১.১০ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর/পশুসম্পদ অধিদপ্তর/মৎস্য অধিদপ্তর এর মহা-পরিচালক এর সভাপতিত্বে যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মকর্তা বৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন করিতে হইবে (৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী)।

১.১১ বৃত্তি অনুমোদনের ক্ষেত্রে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহকে বিবেচনা করিতে হইবে।

১.১২ প্রেষণাদেশ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

এমএস/পিএইচডি ডিগ্রী লাভের জন্য আবেদন করিবার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

২। দেশের অভ্যন্তরে উচ্চ শিক্ষাঃ

(ক) এমএসঃ

২.১ প্রার্থীর কৃষি বিষয়ে সম্মান ডিগ্রী (কৃষি/কৃষি অর্থনীতি/পশুপালন/পশু চিকিৎসা/মৎস্য বিজ্ঞান/কৃষি প্রকৌশল/এগ্রি-বিজনেস)/সমমানের ডিগ্রী থাকিতে হইবে।

২.২ প্রার্থীর কমপক্ষে একটি প্রথম বিভাগ/শ্রেণী থাকিতে হইবে এবং কোন পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণী /বিভাগ থাকিলে আবেদন করিতে পারিবে না।

২.৩ বিভাগীয় প্রধান/প্রকল্প প্রধান কর্তৃক আবেদনকারীর সন্তোষজনক কাজের সুপারিশ থাকিতে হইবে এবং প্রেষণের আবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে করিতে হইবে। আবেদনকারীকে স্ব-স্ব কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নির্ধারিত Form এ আবেদন করিতে হইবে।

২.৪ আবেদনের তারিখে প্রার্থীর বয়সসীমা ৪০ (চাল্লিশ) বৎসর এর বেশী হইবে না।

২.৫ আবেদনকারী দেশে বা বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য ইতোপূর্বে কোন বন্ড প্রদান করিয়া থাকিলে বন্ডের মেয়াদ অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত আবেদন করিতে পারিবে না।

৩। পিএইচডিঃ

৩.১ প্রার্থীর কৃষি বিষয়ে এমএস/এমএসসি ডিগ্রী (কৃষি/কৃষি অর্থনীতি/পশুপালন/পশুচিকিৎসা/মৎস্য বিজ্ঞান/কৃষি প্রকৌশল/এগ্রি-বিজনেস)/সমমানের ডিগ্রী থাকিতে হইবে।

৩.২ কমপক্ষে একটি প্রথম বিভাগ/শ্রেণী থাকিতে হইবে এবং কোন পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণী /বিভাগ থাকিলে আবেদন করিতে পারিবে না।

৩.৩ বিভাগীয় প্রধান/প্রকল্প প্রধান কর্তৃক আবেদনকারীর সন্তোষজনক কাজের সুপারিশ থাকিতে হইবে এবং প্রেষণের আবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে করিতে হইবে আবেদনকারীকে স্ব-স্ব কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নির্ধারিত Form এ আবেদন করিতে হইবে।

৩.৪ প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে পিইচডি কোর্সের গবেষণা প্রস্তাবনার একটি সার-সংক্ষেপ (প্রস্তাবিত গবেষণার পটভূমি, যুক্তি, উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি ইত্যাদি) জমা দিতে হইবে।

৩.৫ আবেদনের তারিখে প্রার্থীর বয়সসীমা ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) বৎসরের বেশী হইবে না।

৩.৬ আবেদনকারী দেশে বা বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য ইতোপূর্বে কোন বন্ড প্রদান করিয়া থাকিলে বন্ডের মেয়াদ অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত আবেদন করিতে পারিবে না।

৪। প্রার্থী নির্বাচন কমিটিঃ

(ক) প্রার্থী নির্বাচন করিবার জন্য প্রতিটি সংস্থায় একটি কমিটি থাকিবে। উক্ত কমিটি নিম্নরূপ গঠিত হইবেঃ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জন্য ঃ

(১)	মহা-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সভাপতি
(২)	পরিচালক, সরেজমিন উইং, ডিএই	সদস্য
(৩)	সদস্য পরিচালক (শস্য), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা	সদস্য
(৪)	পরিচালক, প্রশিক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
(৫)	পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামার বাড়ী, ঢাকা	সদস্য
(৬)	উপ-প্রধান, পরিকল্পনা - ১ অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
(৭)	উপ-সচিব, সম্প্রসারণ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
(৮)	পরিচালক, পি আই ইউ, এনএটিপি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

কমিটি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কোন কর্মকর্তাকে সদস্য হিসাবে কো-অপট করিতে পারিবে।

পশুসম্পদ (বর্তমানে প্রাণিসম্পদ) অধিদপ্তরের জন্য ঃ

(১)	মহা-পরিচালক, পশুসম্পদ অধিদপ্তর	সভাপতি
(২)	সদস্য পরিচালক (পশুসম্পদ), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	সদস্য
(৩)	সিএসও (পশুসম্পদ), বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা	সদস্য
(৪)	পরিচালক, এলআরআই, পশুসম্পদ অধিদপ্তর	সদস্য
(৫)	উপ-প্রধান, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
(৬)	উপ-সচিব (পশুসম্পদ), মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
(৭)	পরিচালক (পিআইইউ) এনএটিপি, পশুসম্পদ অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

কমিটি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কোন কর্মকর্তাকে সদস্য হিসাবে কো-অপট করিতে পারিবে।

মৎস্য অধিদপ্তরের জন্য ঃ

(১)	মহা-পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর	সভাপতি
(২)	পরিচালক (অভ্যন্তরীণ মৎস্য)	সদস্য
(৩)	সদস্য পরিচালক (মৎস্য), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	সদস্য
(৪)	উপ-প্রধান, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
(৫)	উপ-সচিব (মৎস্য-১), মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
(৬)	পরিচালক, মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমী, মৎস্য অধিদপ্তর, সাভার, ঢাকা	সদস্য
(৭)	পরিচালক (গবেষণা), বিএফআরআই, ময়মনসিংহ	সদস্য
(৮)	পরিচালক (পিআইইউ) এনএটিপি, মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

কমিটি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কোন কর্মকর্তাকে সদস্য হিসাবে কো-অপট করিতে পারিবে।

৫। প্রার্থী নির্বাচন ঃ

প্রার্থী নির্বাচন কমিটি প্রার্থী বাছাই এর জন্য নির্দিষ্ট Criteria অনুসরণ পূর্বক প্রার্থী নির্বাচন করিবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার বিষয়ে ও প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে।

৬। মনোনীত প্রার্থীর ভর্তি হওয়ার সময়সীমাঃ

প্রার্থীকে নির্বাচনের দিন হইতে সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে প্রস্তাবিত সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে হইবে। ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ভর্তি হইতে ব্যর্থ হইলে মনোনয়ন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। তবে যুক্তি সঙ্গত কারণে কর্তৃপক্ষ এই সময়সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

৭। প্রেষণের মেয়াদ ঃ

৭.১ প্রেষণের মেয়াদ সরকারের প্রচলিত নিয়ম/বিধি/আইনদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৭.২ বৃত্তি লাভের পর প্রচলিত নিয়ম অনুসারে প্রেষণের জন্য আবেদন করিতে হইবে

৭.৩ প্রেষণাদেশের কপি অবিলম্বে বৃত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিতে হইবে।

৭.৪ প্রেষণ লাভে ব্যর্থ হইলে শিক্ষা ছুটি গ্রহণের আদেশ বৃত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিতে হইবে।

৮। বেতন ভাতা, বৃত্তি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাঃ

৮.১ প্রেষণকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সরকারী নিয়ম অনুসারে বেতন ভাতাদিসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রচলিত নিয়মে প্রাপ্য হইবেন

৮.২ এম এস কোর্সে অধ্যায়নের জন্য বৃত্তিধারী অধ্যায়নের সন্তোষজনক প্রতিবেদন নিয়মিত দাখিল সাপেক্ষে মাসিক ৮,০০০/- (আট হাজার) টাকা হারে সর্বোচ্চ ১৮ (আঠার) মাস বৃত্তি এবং গবেষণা খরচ বাবদ এককালীন ৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার) টাকা প্রাপ্য হইবেন। তাছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ে এনারোলমেন্টের যাবতীয় খরচ (ভর্তি ফি, বেতন, পরীক্ষার ফি ইত্যাদি) এনএটিপি হইতে বহন করা হইবে।

৮.৩ পিএইচডি কোর্সে অধ্যায়নের জন্য বৃত্তিধারী কর্তৃক অধ্যায়নের সন্তোষজনক প্রতিবেদন নিয়মিত দাখিল সাপেক্ষে মাসিক ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা হারে সর্বোচ্চ ৩৬ (ছত্রিশ) মাস বৃত্তি এবং গবেষণা খরচ বাবদ এককালীন ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা প্রাপ্য হইবেন। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এনারোলমেন্টের যাবতীয় খরচ (ভর্তি ফি, বেতন, পরীক্ষার ফি ইত্যাদি) এনএটিপি হইতে বহন করা হইবে।

৯। বাধ্যতামূলক চাকুরীর মেয়াদঃ

৯.১ বৃত্তিধারী কোর্স হইতে প্রত্যাবর্তনের পর কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ হইতে স্ব-স্ব সংস্থায় কর্মকর্তা বাধ্যতামূলক নূন্যতম চাকুরীর মেয়াদ পূর্ণ না করিলে নিম্নে উল্লেখিত ক্ষতিপূরন দিতে বাধ্য থাকিবেন। এ সকল শর্ত সমূহ ও অঙ্গীকার ও চুক্তিনামায় (পরিশিষ্ট-১) উল্লেখ থাকিতে হইবে

৯.২ বৃত্তিধারী এমএস কোর্স সম্পন্ন করিয়া কর্মস্থলে যোগদানের পর চাকুরীর মেয়াদ ৩ (তিন) বৎসরের কম হইলে ক্ষতিপূরণ হিসাবে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা প্রদান করিতে হইবে। এ ছাড়াও বৃত্তির সমুদয় অর্থ ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

৯.৩ বৃত্তিধারী পিএইচডি কোর্স সম্পন্ন করিয়া কর্মস্থলে যোগদানের পর চাকুরীর মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসরের কম হইলে ক্ষতিপূরণ হিসাবে ২,০০,০০০/-(দুই লক্ষ) টাকা প্রদান করিতে হইবে। এ ছাড়াও বৃত্তির সমুদয় অর্থ ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

৯.৪ বৃত্তিধারী ডিগ্রী অর্জনে ব্যর্থ হইলে উপরে বর্ণিত নিয়মে চাকুরীর মেয়াদ পূর্ণসহ প্রাপ্ত বৃত্তির অর্থসহ বন্ডে উল্লেখিত টাকা কর্তৃপক্ষকে ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকিবে।

১০। অঙ্গীকার পত্র ও চুক্তিনামা ঃ

প্রেষণ লাভের জন্য মনোনীত প্রার্থীকে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান প্রধানের অনুকূলে নির্দিষ্ট ছকে অঙ্গীকার ও চুক্তিনামা (প্রতিটি) ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকার নন জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও অঙ্গীকারনামা ও চুক্তিনামা সম্পাদন করিতে হইবে (পরিশিষ্ট-১)।

১১। অধ্যায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদনঃ

১১.১ এমএস এবং পিএইচডি কোর্সে অধ্যায়নের সময় ০৬ (ছয়) মাস অন্তর অন্তর সংশ্লিষ্ট সুপারভাইজারের মাধ্যমে কোর্স ও গবেষণা কাজের অগ্রগতির প্রত্যায়নপত্র এনএটিপি'র বৃত্তি ভোগকারী প্রার্থীকে বৃত্তি প্রদানকারী সংস্থায় দাখিল করিতে হইবে।

১১.২ প্রেষণকালীন সময়ে উচ্চ শিক্ষার অগ্রগতির প্রতিবেদন বাৎসরিক গোপনীয় প্রতিবেদন হিসাবে গণ্য হইবে।

১১.৩ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে এমএস এর ক্ষেত্রে সর্বশেষ ২(দুই) মাস এবং পিএইচডি'র ক্ষেত্রে ৪ (চার) মাসের মধ্যে অবশ্যই গবেষণার অভিসন্দর্ভ (থিসিস) এর কপি স্ব স্ব সংস্থার প্রশিক্ষণ শাখায় ও লাইব্রেরীতে জমা দিতে হইবে এবং এক কপি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের লাইব্রেরীতে জমা দিতে হইবে।

১২। এম এস কোর্সের প্রার্থীতা মূল্যায়ন নম্বর ঃ মোট ৭৫

১২.১	চাকুরীর অভিজ্ঞতা	ঃ সর্বোচ্চ ৩০ নম্বর (প্রতি বৎসর চাকুরীর জন্য ৩ নম্বর)	
১২.২	শিক্ষাগত যোগ্যতা	ঃ সর্বোচ্চ ২০ নম্বর	
	এস এস সি	ঃ ১ম বিভাগ/সমমান - ৫ নম্বর	২য় বিভাগ/সমমান - ৪ নম্বর
	এইচ এস সি	ঃ ১ম বিভাগ/সমমান - ৫ নম্বর	২য় বিভাগ/সমমান - ৪ নম্বর
	২.১ উপানুচ্ছেদে বর্ণিত কৃষি বিষয়ে সম্মান ডিগ্রী	ঃ ১ম ক্লাশ/সমমান - ১০ নম্বর	২য় ক্লাশ/সমমান - ৮ নম্বর
১২.৩	প্রকাশনা	ঃ সর্বোচ্চ ৫ নম্বর	
	জার্নাল আর্টিক্যাল	ঃ প্রিন্সিপাল অথর - ২ নম্বর	কো-অথর - ১
১২.৪	গবেষণা প্রস্তাবনা	ঃ সর্বোচ্চ - ১০ নম্বর	
১২.৫	নির্বাচনী পরীক্ষা (মৌখিক)	ঃ সর্বোচ্চ - ১০ নম্বর	

১২.৬ একাধিক প্রার্থী একই নম্বর প্রাপ্ত হইলে চাকুরীতে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা অগ্রাধিকার পাইবেন।

১৩। পি এইচ ডি কোর্সের প্রার্থীতা মূল্যায়ন নম্বরঃ মোট ৭৫

১৩.১	চাকুরীর অভিজ্ঞতা	ঃ সর্বোচ্চ ৩০ নম্বর (প্রতি বৎসর চাকুরীর জন্য ৩ নম্বর)	
১৩.২	শিক্ষাগত যোগ্যতা	ঃ সর্বোচ্চ ২০ নম্বর	
	এস এস সি	ঃ ১ম বিভাগ/সমমান - ৪ নম্বর	২য় বিভাগ/সমমান - ৩ নম্বর
	এইচ এস সি	ঃ ১ম বিভাগ/সমমান - ৪ নম্বর	২য় বিভাগ/সমমান - ৩ নম্বর
	২.১ উপানুচ্ছেদে বর্ণিত কৃষি বিষয়ে সম্মান ডিগ্রী	ঃ ১ম ক্লাশ/সমমান - ৬ নম্বর	২য় ক্লাশ/সমমান - ৪ নম্বর
	৩.১ উপানুচ্ছেদে বর্ণিত কৃষি বিষয়ে এমএস/এমএসসি ডিগ্রী	১ম ক্লাশ/সমমান - ৬ নম্বর	২য় ক্লাশ/সমমান - ৪ নম্বর
১৩.৩	প্রকাশনা	ঃ সর্বোচ্চ ৫ নম্বর	
	জার্নাল আর্টিক্যাল	ঃ প্রিন্সিপাল অথর - ২ নম্বর	কো- অথর - ১
১৩.৪	গবেষণা প্রস্তাবনা	ঃ সর্বোচ্চ - ১০ নম্বর	
১৩.৫	নির্বাচনী পরীক্ষা (মৌখিক)	ঃ সর্বোচ্চ ১০ নম্বর	

১৩.৬ একাধিক প্রার্থী একই নম্বর প্রাপ্ত হইলে চাকুরীতে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা অগ্রাধিকার পাইবেন।

১৪। বৈদেশিক প্রশিক্ষণের যোগ্যতাঃ

১৪.১ স্বল্প মেয়াদী বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে জন প্রশাসন নীতিমালা ২০০৩ এর ৪.২ সেকশনে বর্ণিত Eligibility for Foreign Training যথাযথ ভাবে অনুসরণ করিতে হইবে।

(ক) মেয়াদ নির্বিশেষে সেমিনার, ওয়ার্কশপ, মিটিং, সিম্পোজিয়াম স্বল্প মেয়াদী শিক্ষা সফর ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রার্থীর বয়স সীমা নির্ধারণ থাকিবে না। তবে প্রার্থীর নূন্যতম স্নাতক ডিগ্রী থাকিতে হইবে।

(খ) মেয়াদ নির্বিশেষে ওরিয়েন্টেশন কোর্স, ষ্টাডি ট্যুর এবং ০৮(আট) সপ্তাহ মেয়াদের বৃত্তির ক্ষেত্রে অবসর গ্রহনের কাছাকাছি পৌঁছিয়াছেন (বয়স ৫৬ বৎসরের বেশী) এমন কর্মকর্তাকে মনোনীত করা যাইবে না।

(গ) ০৮ (আট) সপ্তাহ হইতে ০৬ (ছয়) মাস মেয়াদের কোর্সকে স্বল্পমেয়াদী কোর্স হিসাবে গণ্য করা হইবে। এই জাতীয় কোর্সের জন্য প্রার্থীর সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৫৪ (চুয়ান্ন) বৎসর হইবে। প্রার্থীর কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রী থাকিতে হইবে।

১৫। প্রশিক্ষণার্থী/প্রার্থী নির্বাচনঃ

১৫.১ ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর/ পশুসম্পদ অধিদপ্তর/মৎস্য অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তাগনকে স্বল্প মেয়াদী বৈদেশিক প্রশিক্ষণের প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন করিতে হইবে।

১৫.২ নির্বাচন কমিটি সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ কোর্সের বিষয়ের আলোকে মনোনয়ন পাওয়ার যোগ্য কর্মকর্তাগনের দাপ্তরিক দায়িত্ব শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, চাকুরীর জ্যেষ্ঠতা ও চাকুরীর রেকর্ডের ভিত্তিতে প্রত্যেকটি বৃত্তির জন্য একজন মুখ্য ও একজন বিকল্প প্রার্থী চুড়ান্ত ভাবে মনোনীত করিবে।

১৫.৩ বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কসপে অংশ গ্রহনের ক্ষেত্রে (প্রাপ্ত সুবিধা অনুযায়ী) নির্বাচন কমিটির মাধ্যমে প্রার্থী মনোনীত করিতে হইবে।

১৫.৪ চাকুরীতে জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী ইতিপূর্বে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন নাই এমন কর্মকর্তাগন মনোনীত হওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাইবেন।

১৫.৫ মাঠ পর্যায় কর্মরত কর্মকর্তাগণ বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাইবেন।

১৬। অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ঃ

১৬.১ প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা কর্তৃক প্রার্থীর মনোনয়ন গৃহীত হওয়ার পর/সম্মতি পাওয়ার পর প্রার্থীর অনুকূলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় সরকারী আদেশ জারী করিবে। প্রার্থী মনোনয়ন ও সরকারী আদেশ জারীর জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে অন্যান্য প্রকল্পের আওতায় উচ্চ শিক্ষা বৈদেশিক ক্ষেত্রে অনুসৃত নিয়ম/পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

১৬.২ বৈদেশিক প্রশিক্ষণের যাবতীয় ব্যয় স্থানীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে) সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী প্রকল্প খাত থেকে বহন করা হইবে।

১৬.৩ প্রশিক্ষণ শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন না করিলে প্রশিক্ষণার্থী অথবা তার অভিভাবক/জামিনদার প্রেষণকালীন সময়ের বেতন-ভাতাদি বাবদ গৃহীত সমুদয় অর্থ এবং বন্ডে উল্লেখিত অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৬.৪ উল্লেখিত নীতিমালা ছাড়াও সময় সময় সরকার কর্তৃক জারীকৃত সার্কুলার সমূহ অনুসরণ করিতে হইবে।

১৭। বাধ্যতামূলক চাকুরীর মেয়াদঃ

প্রেষণের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর প্রশিক্ষণ শেষে কাজে যোগদানের তারিখ হইতে এনএটিপি হইতে বৃত্তি গ্রহণকারী কর্মকর্তা বাধ্যতামূলক ভাবে নিম্ন মেয়াদে চাকুরী করিবেন মর্মে চুক্তি/বন্ড স্বাক্ষর করিবেন।

প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রত্যাবর্তনের পর নিম্ন মেয়াদে চাকুরী করিতে হবে।	প্রত্যাবর্তনের পর নির্ধারিত মেয়াদে চাকুরী না করিলে ক্ষতিপূরণের পরিমান (টাকায়)
১২ সপ্তাহ পর্যন্ত	১.৫ বৎসর	১,০০,০০০/-(এক লক্ষ টাকা)
১৩ সপ্তাহ থেকে ২৪ সপ্তাহ	২ বৎসর	১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা)
২৫ সপ্তাহ থেকে ৫২ সপ্তাহ	৩ বৎসর	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ টাকা)

১৮। এই নীতিমালার কোন অনুচ্ছেদ/উপানুচ্ছেদ সরকারের প্রচলিত উচ্চ শিক্ষা/প্রশিক্ষণ নীতি/বিধিমালার সাথে সাংঘর্ষিক হইলে সেই ক্ষেত্রে সরকারী প্রশিক্ষণ নীতি/বিধিমালা প্রযোজ্য হইবে।

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট কর্তৃক প্রদত্ত দেশের অভ্যন্তরে উচ্চ শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রাপ্ত কর্মকর্তার মুচলেকা

আমি.....
পিতা .....
মাতা.....
(পদবী) .....
(দপ্তরের নাম ও ঠিকানা) .....
(স্থায়ী ঠিকানা) .....
এবং আমার মনোনিত অভিভাবক/দায়িত্বশীল ব্যক্তি (পুরা নাম) .....
..... পিতার নাম.....
(স্থায়ী ঠিকানা) .....
(কোর্সের নাম).....(মেয়াদ).....
(শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা .....
.....
প্রশিক্ষণ/উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রার্থী হিসাবে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে ঃ

১। উপরোক্ত কোর্স নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে কৃতকার্য্যতার সাথে সম্পন্ন করিব।

২। কোর্স সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে কৃষি মন্ত্রণালয়/মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রনালয়/ নিয়োগকারী সংস্থা অন্যরূপ নির্দেশ প্রদান না করিলে কোর্সের মেয়াদ শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই স্ব-দায়িত্বে যোগদান করিব।

৩। কোন অবস্থাতেই কোর্সের মেয়াদ বৃদ্ধি অথবা কোর্স পরিবর্তন করার জন্য আবেদন করিব না।

৪। প্রশিক্ষণ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক কোর্সের সাথে সম্পৃক্ত যে কোন কাজ করিতে বাধ্য থাকিব এবং দেশের/প্রতিষ্ঠানের শৃংখলা পরিপন্থী কোন কাজ বা আচরণ করিব না।

৫। এমএস/পিএইচডি ডিগ্রী সাফল্যের সাথে সমাপান্তে সরকারী নিয়ম মোতাবেক ৩ (তিন) /৫ (পাঁচ) বৎসর আমার স্ব প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করিতে বাধ্য থাকিব, অন্যথায় আমি অথবা আমার অভিভাবক/দায়িত্বশীল ব্যক্তি টাঃ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা মাত্র)/ ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ টাকা মাত্র) (স্ব প্রতিষ্ঠানের প্রধানের পদবী) .....
(প্রতিষ্ঠানের নাম ও পূর্ণ ঠিকানা) .....
.....এর অনুকুলে ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকিব।

৬। চাকুরীতে যোগদানের পর বন্ডে উল্লেখিত ৩ (তিন)/৫ (পাঁচ) বৎসরের পূর্বে চাকুরী ছাড়িয়া দিতে বা অন্য কোথাও চলিয়া যাইতে চাহিলে ৫ (পাঁচ) বৎসরের বৃত্তির সমুদয় টাকা ও বন্ডে উল্লেখিত সমুদয় টাকা কর্মরত প্রতিষ্ঠানে ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকিব।

৭। নির্ধারিত ডিগ্রী অর্জনে ব্যর্থ হইলে উপরের বর্ণিত নিয়মে চাকুরীর মেয়াদ পূর্ণসহ বর্ণিত আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিব।

৮। কোর্সে অধ্যায়নের সময় ৬ (ছয়) মাস অন্তর অন্তর সংশ্লিষ্ট সুপারভাইজারের মাধ্যমে কোর্স ও গবেষণা কাজের অগ্রগতির প্রত্যয়ন পত্র বৃত্তিধারী সংস্থা/কর্মরত সংস্থায় দাখিল করিব।

৯। গবেষণার অভিসন্দর্ভ (থিসিস) এর কপি বিএআরসি এবং স্ব প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ শাখায় অথবা লাইব্রেরীতে জমা দিতে বাধ্য থাকিব।

১০। এতদ্ব্যতীত এওয়ার্ড লেটার এ বর্ণিত অন্যান্য শর্ত অনুসরণ করিতে বাধ্য থাকিব।

আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ প্রত্যয়ন করিতেছি যে, বর্ণিত শর্তসমূহ পড়িয়া, বুঝিয়া এবং মর্ম অনুধাবন করিয়া অন্যের বিনা প্ররোচনায় স্বজ্ঞানে স্বাক্ষরদান করিলাম।

.....
(অভিভাবক/দ্বায়িত্বশীল ব্যক্তির স্বাক্ষর)

.....
(কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

স্বাক্ষীগণঃ

১। নাম ঃ

পিতার নামঃ

পূর্ণ ঠিকানাঃ

২। নাম ঃ

পিতার নামঃ

পূর্ণ ঠিকানাঃ

.....
প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষর ও সীল মোহর